বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

Since 1972

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
টিসিবি ভবন, ১, কারওয়ান বাজার,
ঢাকা -১২১৫, বাংলাদেশ।

ফোন (পিএবিএক্স) ৮১৮০০৬৯-৭১
ফ্যাক্সঃ ৮১৮০০৫৭, ইমেইলঃ tcb@tcb.gov.bd
Website: www.tcb.gov.bd

সূচি

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	মুখবন্ধ	৩
২.	পটভূমি	৪-৬
৩.	পরিচালনা পর্ষদ	৭
৪.	টিসিবি'র অনুমোদিত জনবল অবকাঠামো-২৭৫	৮-১০
৫.	প্রকৌশল শাখা	১১-১২
৬.	আমদানি শাখা	১২-১৩
৭.	রপ্তানি শাখা	১৩
৮.	বাজার দর অনুসন্ধান ও গবেষণা	১৩-১৫
৯.	খালাস, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ	১৫
১০.	বিক্রয় ও বিতরণ	১৫-১৬
১১.	অর্থ ও হিসাব	১৬
১২.	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ব্যালেন্সশীট	১৭
১৩.	আয় ব্যয় হিসাব (প্রভিশনাল)	১৮
১৩.	গত ৫ বছরের আর্থিক অবস্থা	১৯
১৪.	অডিট আপত্তি	২০

মুখবন্ধ

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ(টিসিবি) জনগণের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম। জন্মলগ্ন থেকেই ইহা আপদকালীন সময়ে জনগণকে মূল্যবান সেবা দিয়ে আসছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর মানুষের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে টিসিবি প্রচুর পরিমাণ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী আমদানি করে। তাছাড়া ক্ষুদ্র শিল্পের জন্যও টিসিবি কাঁচামাল আমদানি করে। আমি আনন্দের সাথে উল্লেখ করছি বর্তমানে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য 'তৈরী পোষাক' রপ্তানির পথিকৃৎ হলো টিসিবি।

একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সরকারি খাতের ভূমিকা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে টিসিবি'র আমদানি ও রপ্তানি সীমিত হয়ে পড়েছে। তবুও ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে টিসিবি'র করণীয় রয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে টিসিবি'র আমদানি কয়েকটি নির্দিষ্ট পণ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এতদসত্ত্বেও বর্ণিত অর্থ বছরে টিসিবি দেশের বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য স্থিতিশীল রাখতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। এ সাফল্য অর্জন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

সংস্থার সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য আমরা আমাদের সকল ক্রেতা, ডিলার এবং ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। টিসিবি'র যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এ প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশনার কাজে সহায়তা করেছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান জাহাঙ্গীর
পিএসসি
চেয়ারম্যান

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)

পটভূমিঃ

১৯৭২ সনে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৬৮/১৯৭২ এর মাধ্যমে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর হতে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে টিসিবি প্রচুর পরিমান নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য নানাবিধ শিল্প কাঁচামাল আমদানি করে। রপ্তানির ক্ষেত্রেও টিসিবি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ১৯৭৫ সনে বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোষাক বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে টিসিবি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। প্রচলিত ও অপ্রচলিত বহু সামগ্রী টিসিবি'র মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়। সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাজার তথ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Prices and Market Intelligence (DGPMI) ৩১-১২-১৯৮৯ তারিখ থেকে বিলুপ্ত করে উক্ত অধিদপ্তরের মূল্য ও বাজার তথ্য মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম সরকারী প্রজ্ঞাপন বলে টিসিবি'র উপর অর্পিত হয়। সরকারী নির্দেশের আলোকে টিসিবি উক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে এবং প্রতিদিনই টিসিবি'র ওয়েব সাইটে তা' সকলের জন্য নিয়মিত প্রদর্শন করছে। রাষ্ট্রপতির আদেশের আলোকে টিসিবি নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করেঃ

(ক) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রণীত নীতিমালা অনুসারে, বিশ্বের সকল দেশ হইতে বা সকল দেশে মালামাল, পণ্য-সামগ্রী, উপাদান ও পণ্যদ্রব্য আমদানি এবং রপ্তানির ব্যবসা পরিচালনা করা;
[''(কক) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে অত্যাবশকীয় পণ্যের পর্যাপ্ত আপৎকালীন মজুদ গড়িয়া তোলা ও সংরক্ষণ করা;"]
(খ) তৎকর্তৃক ["স্থানীয়ভাবে ক্রয়"] বা আমদানিকৃত মালামাল, পণ্যদ্রব্য, উপাদান, পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় এবং বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনার সাপেক্ষে, ডিলার, এজেন্ট বা অন্যান্য মাধ্যমে নিয়োগ করা; এবং
(গ) [দফা (ক), (কক) ও (খ)"] এ উল্লিখিত বিষয়াদির সহিত সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য যে কোন কার্য করা।

এছাড়াও বাজারে পণ্য দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে টিসিবি'র গুরুত্ব অপরিসীম। তাই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জনগণের স্বার্থেই টিসিবি'র ন্যায় একটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক সংস্থা কার্যকর থাকা একান্ত আবশ্যক। সে গুরুত্ব অনুধাবন করেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই টিসিবিকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

২। টিসিবিকে শক্তিশালীকরণের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপঃ

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপরীতে ফসলের উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান পরিস্থিতি, জলবায়ু পরিবর্তনের চরম বাস্তবতার কারণে সারা বিশ্বের ফসলের উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে চিনি ও ভোজ্য তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বর্তমান সরকার জনগণের নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কে শক্তিশালীকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে ইতোমধ্যে আংশিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পুরোপুরি সফলতা অর্জনে আর্থিক, প্রশাসনিক ও আইনগত জটিলতা নিরসণকল্পে কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ সম্ভব হলে টিসিবি তার দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করতে সক্ষমতা অর্জন করবে। গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপঃ

২.১ টিসিবি'র পণ্যের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগৃহীত পণ্যের মজুদ রাখতে ইতোমধ্যে গুদামের ধারণক্ষমতা অস্থায়ী ও স্থায়ীভাবে বৃদ্ধির কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। পূর্বে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের ধারণক্ষমতা ৯,৫৭০ মেঃ টন ছিল। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে চট্টগ্রামে টিসিবি'র নিজস্ব জায়গায় ৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৪০,০০০ বর্গফুটের একটি গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের বর্তমান মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,০৮০ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, মৌলভীবাজার, বরিশাল এবং ময়মনসিংহে মাসিক ভাড়ায় সর্বমোট ৩,৬৪,১৩৪.৫০ টাকায় সর্বমোট ২৫,২৯৮ মেঃ টন পণ্য ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম ভাড়া করা হয়েছে। বর্তমানে টিসিবি'র মোট পণ্যের মজুদ ক্ষমতা ২৫,২৯৮ মেঃ টন। পণ্যের মজুদ ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিটিএমসি, খাদ্য অধিদপ্তর ও পণপূর্ত বিভাগের গুদাম ভাড়া নেয়া হয়েছে। টিসিবি'র লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আরও ৫০(পঞ্চাশ) হাজার মেঃ টন পণ্য মজুদের জন্য গুদাম ভাড়া নেয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, গুদাম ভাড়া বাবদ বাৎসরিক আনুমানিক ১.০০ (এক) কোটি টাকা প্রদান করতে হবে। তবে সমপরিমান পণ্যের মজুদ রাখার জন্য টিসিবি'র জায়গায় গুদাম নির্মাণে প্রায় ৫০.০০(পঞ্চাশ) কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক ২৫ কোটি টাকা আলোচ্য খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। অবশিষ্ট আরোও ২৫ কোটি টাকার তহবিল পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় মজুদ সক্ষমতার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে।

২.২ আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

টিসিবি'র ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী আমদানি ও স্থানীয়ভাবে পণ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল আনুমানিক প্রায় ১০১,৭৪,০০,০০০ (একশত এক কোটি চুয়াত্তর লক্ষ) কোটি টাকার। সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে ব্যাংক থেকে ১১%-১২% হার সুদে এলটিআর নিয়ে টিসিবি পণ্য সংগ্রহের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। টিসিবি'র আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভর্তুকির পরিমাণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে টিসিবিকে ন্যূনতম ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা সুদমুক্ত চলতি মূলধন প্রদানের জন্য গত ২১-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। ব্যাংক থেকে এলটিআর গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় টিসিবি বিপুল পরিমাণ এলটিআর সুদ প্রদান করছে। তাই টিসিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পুনরায় ১,০০০ কোটি টাকার সুদমুক্ত চলতি মূলধন চাওয়া যেতে পারে।

২.৩ টিসিবি'র জনবল বৃদ্ধিঃ

টিসিবিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তারমধ্যে অন্যতম হলো জনবল বৃদ্ধি। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর টিসিবি'র জনবল ২২৫ হতে ২৭৫ জনে উন্নীত করে।

২.৪ পণ্য সংগ্রহের আইনগত জটিলতা দূরীকরণঃ

পণ্য সংগ্রহের জন্য টিসিবিকে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে পণ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। যদিও জরুরী পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুত পণ্য সংগ্রহের জন্য টিসিবি কর্তৃক বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী আমদানি/স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬ এর ৬৮(১) ধারার আওতায় পিপিএ-২০০৬ এর ৩২ ধারায় বর্ণিত যে কোন ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভোজ্য তেল, চিনি, মশুর ডাল, ছোলা, পেঁয়াজ, গুড়োদুধ, খেজুর ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি/স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহের অনুমোদন ২৬-০৫-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ২ (দুই) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। তবে টেন্ডার সিকিউরিটি, পারফরমেন্স সিকিউরিটিসহ অন্যান্য যেসব বিধি রয়েছে যা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করে। এছাড়া অন্যান্য কিছু সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী যা মেনে ক্রয় করা কঠিন। তাই পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ হতে টিসিবিকে পুরোপুরি অব্যাহতি দেয়া প্রয়োজন।

২.৫ টিসিবি গঠনের অধ্যাদেশ সংশোধনঃ

রাষ্ট্রপতি আদেশ ৬৮/১৯৭২ এর মাধ্যমে টিসিবিকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করা হলেও বর্তমান বাস্তবতায় পণ্য মূল্য স্থিতিশীল রাখতে টিসিবি সরকারের পরামর্শে কাজ করছে। তাই প্রয়োজনে ভর্তুকি প্রদান ও বোর্ড অব ডাইরেক্টরসহ কয়েকটি বিষয় সংশোধনের প্রস্তাব করে সংশোধনী আইনের একটি খসড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। আইন মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি অনুমোদনপূর্বক গেজেট প্রকাশ করায় ইতোমধ্যে টিসিবি'র কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে।

২.৬ ডিলার সংখ্যা বৃদ্ধিঃ

২০০৯ সালের প্রথমার্ধে টিসিবি'র ১৮৭ জন ডিলার ছিল। গত বছরগুলিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যদের সুপারিশক্রমে প্রতিটি উপজেলায় ও সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে ২/৩ জন করে সারা দেশে ডিলার নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে টিসিবি'র ডিলার সংখ্যা ২,৮৪৯ জন। টিসিবি সরাসরি আমাদানি করতে না পারার কারণে ডিলাররা বাণিজ্যিকভাবে তেমন লাভবান হন না। তাই শুধু আপদকালীন সময়ে পণ্য বিক্রয় না করে সারা বছরই পণ্য বিক্রয় করা প্রয়োজন।

২.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

২.৭.১ স্বল্পমেয়াদী (১ -৩ বছর) পরিকল্পনাঃ

(ক) সরকারের নিকট হতে মূলধন সংগ্রহ।
(খ) টিসিবি'র ডিলারদের ডাটাবেজ তৈরি করা।
(গ) কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর/মাদরীপুর, বগুড়া/নওগা, মাগুড়া/ঝিনাইদহে টিসিবি'র নতুন ক্যাম্প অফিস স্থাপন।
(ঘ) সারাবছর ব্যাপী টিসিবি'র বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
(ঙ) রংপুর, মৌলভীবাজারে নিজস্ব জায়গায় আঞ্চলিক কার্যালয় ও গুদাম নির্মাণ। এছাড়া, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের নিজস্ব জায়গায় নতুন আরেকটি গুদাম নির্মাণ।
(চ) বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে জমি ক্রয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয় ও গুদাম নির্মাণ।
(ছ) খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয় ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ।
(জ) ৩৪৪/সি তেজগাঁও, ঢাকা এ টিসিবি টাওয়ার-১ নির্মাণ।
(ঝ) টিসিবি'র জমি সংক্রান্ত ও অন্যান্য মামলা নিষ্পত্তিকরণ।
(ঞ) টিসিবি'র অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ।

(ট) টিসিবি'র Office automation করা।
(ঠ) সরকারের নিকট হতে মূলধন সংগ্রহপূর্বক বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
(ড) দেশে ও বিদেশে নিয়মিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষন প্রদান।
(ঢ) Strengthening Project এর আওতায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
(ণ) টিসিবি'র সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

২.৭.২ দীর্ঘমেয়াদী (৪-১০ বছর) পরিকল্পনাঃ

(ক) সারাবছর ব্যাপী উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত টিসিবি'র বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
(খ) টিসিবি'র জনবল বৃদ্ধি।
(গ) ২৩০ তেজগাঁও, ঢাকা এর মামলা নিষ্পত্তি এবং টিসিবি টাওয়ার-২ নির্মাণ।
(ঘ) চট্টগ্রামে টিসিবি'র নিজস্ব জায়গায় টিসিবি টাওয়ার-৩ নির্মাণ।
(ঙ) কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর/মাদরীপুর, বগুড়া/নওগা, মাগুড়া/ঝিনাইদহে টিসিবি'র জমি ক্রয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও গুদাম নির্মাণ।
(চ) উত্তরায় টিসিবি'র নিজস্ব জায়গায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ।
(ছ) টিসিবি'র মামলা নিষ্পত্তিকরণ।
(জ) টিসিবি'র অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ।
(ঞ) টিসিবি'র সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

৩। পণ্য সংগ্রহ পরিকল্পনাঃ

স্থানীয়ভাবে পণ্যের চাহিদা, উৎপাদন, আমদানি ও টিসিবি'র অতীত অভিজ্ঞতাসহ সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে ২০১৮-১৯ সালে ২,৫০০ মেঃ টন চিনি, ২,০০০ মেঃ টন ভোজ্য তেল, ১,৫০০ মেঃ টন মশুর ডাল, ১,৫০০ মেঃ টন ছোলা, ১০০ মেঃ টন খেজুর, ৫০০ মেঃ টন পেঁয়াজ, ২০০ মেঃ টন আদা এবং ৩০০ মেঃ টন রসুন সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়। সংগৃহীত পণ্যের মধ্যে আপদকালীন ১,০০০ মেঃ টন চিনি, ১,০০০ মেঃ টন মশুর ডাল ও ১,০০০ মেঃ টন ভোজ্য তেল মজুদ রাখা হবে। অন্যান্য পণ্য সারা বছরই বিক্রয় করার পরিকল্পনা থাকলেও শুধুমাত্র রমজান মাসকে বিবেচনায় এনে ছোলা ও খেঁজুর বিক্রয় করা হয়।

৪। ভর্তুকি প্রদানঃ

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার স্বার্থে সরকার কর্তৃক ঘোষিত টিসিবিকে শক্তিশালীকরণ ও সহায়তা প্রদান কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জন্য ট্রেড গ্যাপ পূরণের লক্ষ্যে সর্বমোট ১৪,৭৪,১৫,৯৭২.৭৬ (চৌদ্দ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ পনের হাজার নয়শত বাহাত্তর দশমিক সাত ছয়) টাকা মাত্র ভর্তুকি চাওয়া হয়েছে।

৫। পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর কর্তন হতে অব্যাহতিঃ

আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় স্থানীয় বাজারে পণ্য মূল্য কম থাকার কারণে এবং দ্রুত পণ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে পণ্য ক্রয় করা হয়ে থাকে। বেসরকারি ব্যবসায়ীগণকে পণ্য ক্রয়ের সময়ে তার সরবরাহকারীর বিলের উপর অগ্রিম আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করতে না হলেও টিসিবি'র পণ্য সরবরাহকারীর বিলের উপর ৫% অগ্রিম আয়কর ও ৪% মূসক কর্তন করতে হয়। তবে ৩৮,০০০ (আটত্রিশ হাজার) মেঃ টন চিনি, ৩৮,০০০ (আটত্রিশ হাজার) মেঃ টন পাম অয়েল/সয়াবিন, ১০,০০০ (দশহাজার) মেঃ টন মশুর ডাল, ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) মেঃ টন ছোলা ক্রয়ের জন্য চলতি বছরের জন্য মূসক কর্তনে টিসিবিকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে অগ্রিম আয়কর কর্তন হতে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। তাই সরবরাহকারী টিসিবিকে পণ্য সরবরাহের সময় পণ্যের মূল্যের উপর ৫% মূল্য যোগ করে। ফলশ্রুতিতে, পণ্য মূল্য বাজার দরের চেয়ে বেশি পড়ে যা শেষ পর্যন্ত ক্রেতার উপর বর্তায় এবং টিসিবি'র কমমূল্যে পণ্য বিক্রয়ের লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্থ করে। উল্লেখ্য যে, বিগত রমজানের পূর্বের রমজান মাস উপলক্ষ্যে টিসিবি কর্তৃক পণ্য ক্রয় করার ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর কর্তন হতে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমানে টিসিবি'র পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর বিলের উপর অগ্রিম আয়কর কর্তন করা থেকে অব্যাহতি চাওয়া হলেও অদ্যাবধি কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।

৬। ডিজিটালাইজেশনঃ

২০১০-২০১১ অর্থ বছর হতে ডিলারদের পণ্য বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য ডাকে চিঠি প্রেরণের পাশাপাশি মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো হয়। সফটওয়্যার এর মাধ্যমে হিসাব সংক্রান্ত বেশীরভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। চিঠিপত্র দ্রুত ও কম খরচে আদান প্রদানের জন্য ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ কার্যক্রম চলছে। এছাড়া ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রধান কার্যালয়ের জন্য আর্চওয়ে গেট নির্মাণ, ওয়াই ফাই সিস্টেম, ফ্রন্ট ডেস্ক, নথি ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

৭। পরিচালনা পর্ষদ (২০১৮-২০১৯)

চেয়ারম্যান
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান জাহাঙ্গীর, পিএসসি

মোছাঃ কামরুন্নাহার
যুগ্ম সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ও
পরিচালক, টিসিবি পরিচালনা পর্ষদ

জনাব মইনউদ্দিন আহমদ
পরিচালক, টিসিবি
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম-সচিব)

জনাব মোঃ আবদুর রব
উপসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ও
পরিচালক, টিসিবি পরিচালনা পর্ষদ

৭.১ সচিব ও প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দঃ

জনাব মোঃ এনামুল হক
সচিব, টিসিবি
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব)

জনাব মোঃ শেখাবুর রহমান
প্রধান কর্মকর্তা (বাণিজ্যিক এবং সিএমএস ও এসএন্ডডি)
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব)

কাজী গোলাম তৌসিফ
প্রধান কর্মকর্তা (অর্থ ও হিসাব)
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব)

৭.২ টিসিবি'র অনুমোদিত জনবল অবকাঠামো-২৭৫

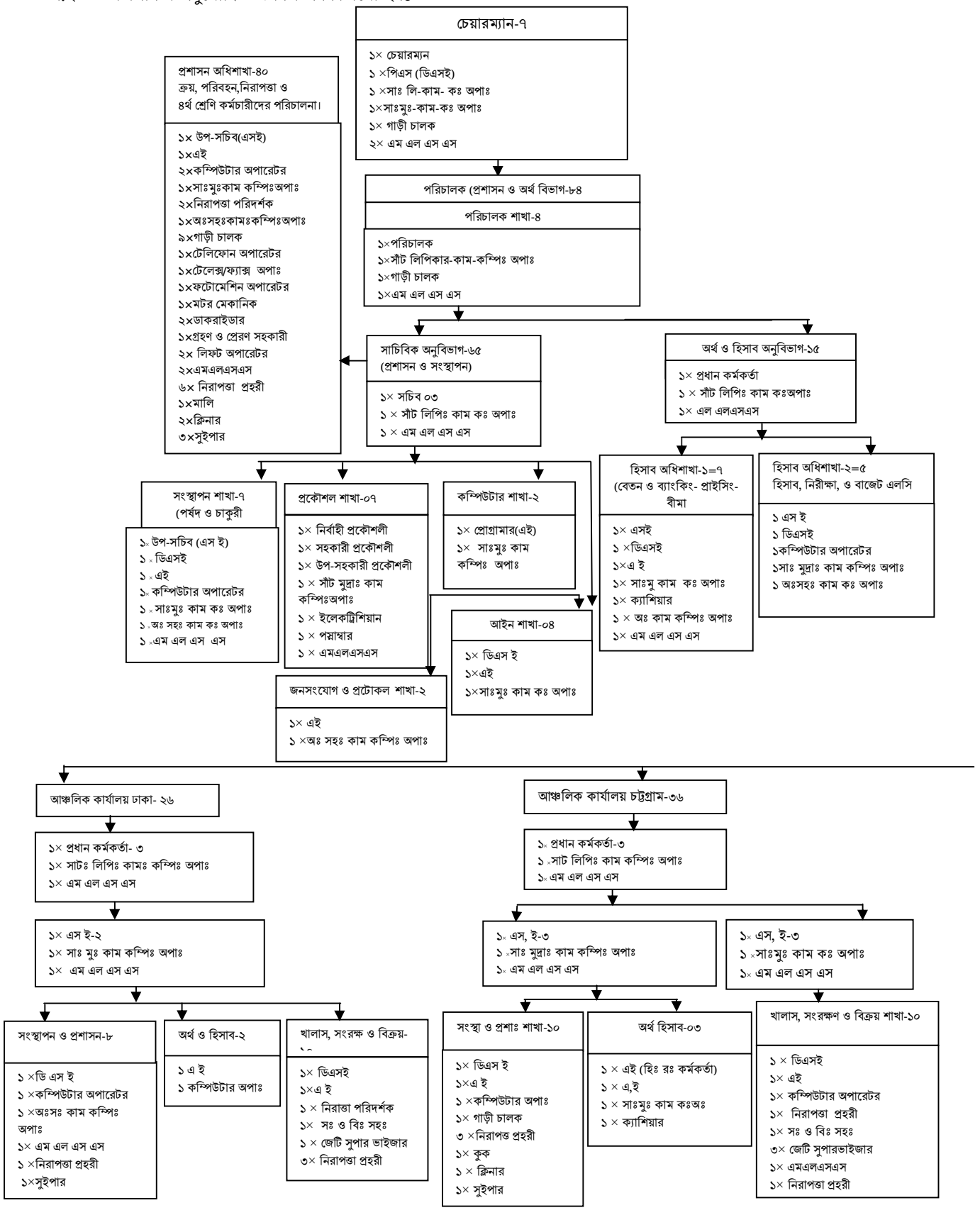

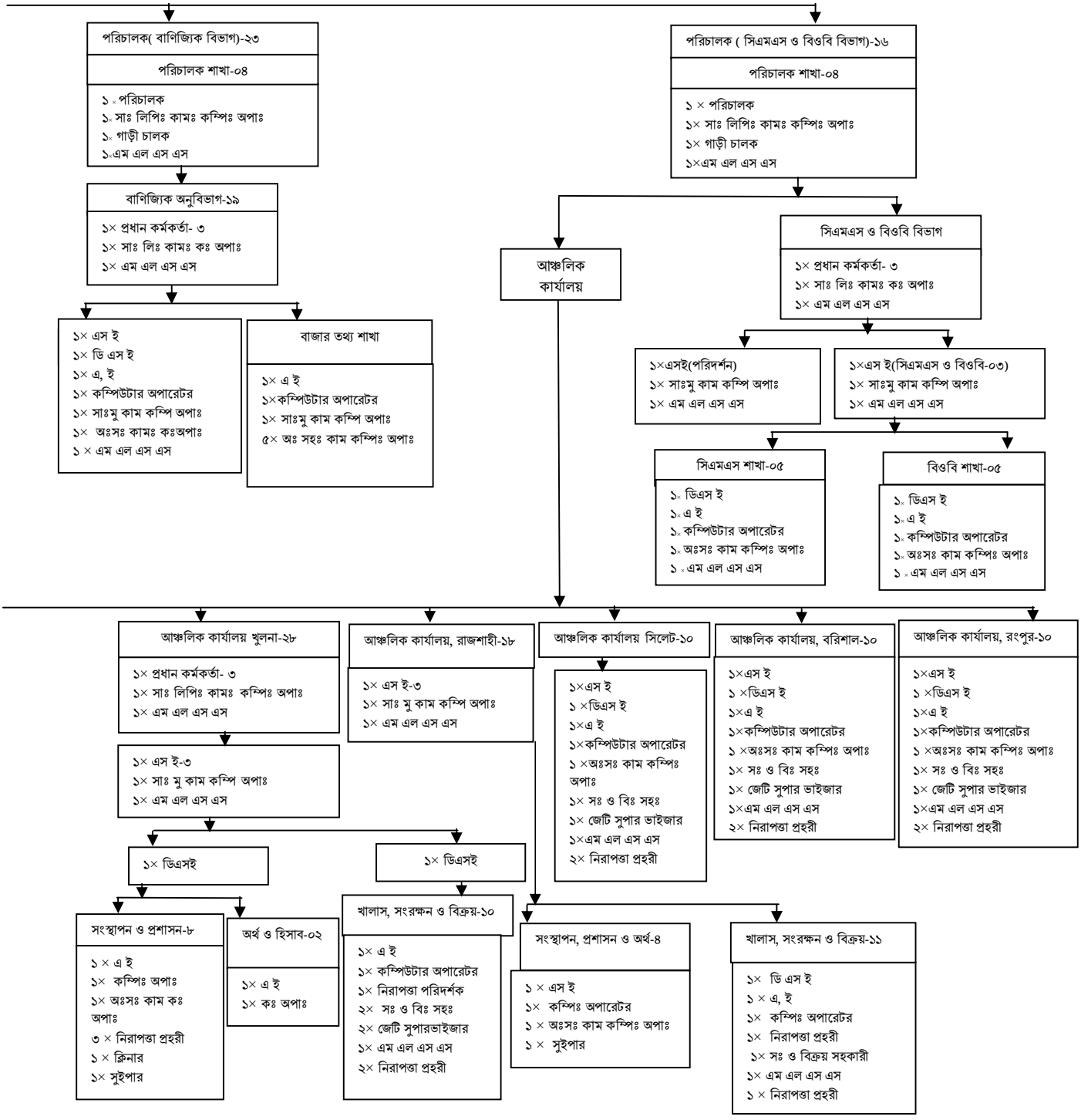
পরিচালক(বাণিজ্যিক বিভাগ)-২৩
পরিচালক শাখা-০৪
১ × পরিচালক
১× সাঃ লিপিঃ কামঃ কম্পিঃ অপাঃ
১× গাড়ী চালক
১×এম এল এস এস
বাণিজ্যিক অনুবিভাগ-১৯
১× প্রধান কর্মকর্তা- ৩
১× সাঃ লিঃ কামঃ কঃ অপাঃ
১× এম এল এস এস
১× এস ই
১× ডি এস ই
১× এ, ই
১× কম্পিউটার অপারেটর
১× সাঃমু কাম কম্পি অপাঃ
১× অঃসঃ কামঃ কঃঅপাঃ
১ × এম এল এস এস
বাজার তথ্য শাখা
১× এ ই
১×কম্পিউটার অপারেটর
১× সাঃমু কাম কম্পি অপাঃ
৫× অঃ সহঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
পরিচালক (সিএমএস ও বিওবি বিভাগ)-১৬
পরিচালক শাখা-০৪
১ × পরিচালক
১× সাঃ লিপিঃ কামঃ কম্পিঃ অপাঃ
১× গাড়ী চালক
১×এম এল এস এস
আঞ্চলিক কার্যালয়
সিএমএস ও বিওবি বিভাগ
১× প্রধান কর্মকর্তা- ৩
১× সাঃ লিঃ কামঃ কঃ অপাঃ
১× এম এল এস এস
১×এসই(পরিদর্শন)
১× সাঃমু কাম কম্পি অপাঃ
১× এম এল এস এস
১×এস ই(সিএমএস ও বিওবি-০৩)
১× সাঃমু কাম কম্পি অপাঃ
১× এম এল এস এস
সিএমএস শাখা-০৫
১ × ডিএস ই
১ × এ ই
১ × কম্পিউটার অপারেটর
১ × অঃসঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১ × এম এল এস এস
বিওবি শাখা-০৫
১ × ডিএস ই
১ × এ ই
১ × কম্পিউটার অপারেটর
১ × অঃসঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১ × এম এল এস এস
আঞ্চলিক কার্যালয় খুলনা-২৮
১× প্রধান কর্মকর্তা- ৩
১× সাঃ লিপিঃ কামঃ কম্পিঃ অপাঃ
১× এম এল এস এস
১× এস ই-৩
১× সাঃ মু কাম কম্পি অপাঃ
১× এম এল এস এস
১× ডিএসই
সংস্থাপন ও প্রশাসন-৮
১ × এ ই
১× কম্পিঃ অপাঃ
১× অঃসঃ কাম কঃ অপাঃ
৩ × নিরাপত্তা প্রহরী
১ × ক্লিনার
১× সুইপার
অর্থ ও হিসাব-০২
১× এ ই
১× কঃ অপাঃ
আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী-১৮
১× এস ই-৩
১× সাঃ মু কাম কম্পি অপাঃ
১× এম এল এস এস
১× ডিএসই
খালাস, সংরক্ষন ও বিক্রয়-১০
১× এ ই
১× কম্পিউটার অপারেটর
১× নিরাপত্তা পরিদর্শক
২× সঃ ও বিঃ সহঃ
২× জেটি সুপারভাইজার
১× এম এল এস এস
২× নিরাপত্তা প্রহরী
আঞ্চলিক কার্যালয় সিলেট-১০
১×এস ই
১ ×ডিএস ই
১×এ ই
১×কম্পিউটার অপারেটর
১ ×অঃসঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× সঃ ও বিঃ সহঃ
১× জেটি সুপার ভাইজার
১×এম এল এস এস
২× নিরাপত্তা প্রহরী
সংস্থাপন, প্রশাসন ও অর্থ-৪
১ × এস ই
১× কম্পিঃ অপারেটর
১ × অঃসঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১ × সুইপার
আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল-১০
১×এস ই
১ ×ডিএস ই
১×এ ই
১×কম্পিউটার অপারেটর
১ ×অঃসঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× সঃ ও বিঃ সহঃ
১× জেটি সুপার ভাইজার
১×এম এল এস এস
২× নিরাপত্তা প্রহরী
খালাস, সংরক্ষন ও বিক্রয়-১১
১× ডি এস ই
১ × এ, ই
১× কম্পিঃ অপারেটর
১× নিরাপত্তা প্রহরী
১× সঃ ও বিক্রয় সহকারী
১× এম এল এস এস
১ × নিরাপত্তা প্রহরী
আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর-১০
১×এস ই
১ ×ডিএস ই
১×এ ই
১×কম্পিউটার অপারেটর
১ ×অঃসঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× সঃ ও বিঃ সহঃ
১× জেটি সুপার ভাইজার
১×এম এল এস এস
২× নিরাপত্তা প্রহরী

৭.৩ অনুমোদিত ও কর্মরত স্থায়ী/অস্থায়ী) জনবল (২০১৮-২০১৯)

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ (জন)	কর্মরত সংখ্যা (জন)	বর্তমানে শূন্য পদ (জন)
প্রথম শ্রেণি	৭০	৬৬	৪
দ্বিতীয় শ্রেণি	০১	০১	-
তৃতীয় শ্রেণি	১০১	৮১	২০
চতুর্থ শ্রেণি	১০৩	১০৩	-
মোটঃ	২৭৫	২৫১	২৪

৭.৪ বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি (৩০ জুন'২০১৯):

ক্রমিক নং	আদালতের নাম	মামলার সংখ্যা			২০১৮-২০১৯ বছরে নিষ্পত্তি	অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
		পূর্বের জের ২০১৭-১৮	নতুন দায়েরকৃত মামলা ২০১৮-২০১৯	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১।	মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট (আপীল বিভাগ)	৩	-	৩	১	২	
০২।	মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ)	৩২	-	৩২	-	৩২	
০৩।	বিজ্ঞ জেলা জজ ঢাকা/চট্রগ্রাম/খুলানা	৩২	-	৩২	-	৩২	
০৪।	আরবিট্রেশন প্রসিডিংস	৪	-	৪	-	৪	
		৭১	-	৭১		৭০	

প্রকৌশল বিভাগ

৮। প্রকৌশল শাখাঃ

৮.১ টিসিবির স্থাবর সম্পত্তির ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	স্থাবর সম্পদের নাম/জমির অবস্থান	জমির পরিমাণ	জমি ক্রয়ের তারিখ	জমির ক্রয় মূল্য (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
০১	টিসিবি প্রধান কার্যালয় ভবন, ১ নং কাওরান বাজার, ঢাকা।	১.৮৫ বিঘা	২০-০১-১৯৭৭	২৭১.০০	মূল দলিল প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন শাখায় রক্ষিত আছে।
০২	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, বন্দরটিলা, সিইপিজেড, চট্রগ্রাম।	২৫.৬২ বিঘা	০৫-১০-১৯৮৭	৬৯৪.০০	-ঐ-
০৩	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ২১-২২ কেডিএ বা/এ, খুলনা।	১.০৩ বিঘা	২৬-০৬-১৯৮০	৬০.০০	মূল দলিল টিসিবি'র খুলনা অফিসে রক্ষিত আছে।
০৪	টিসিবি ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়, ৫/এ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।	০.১৯ বিঘা	১৪-১২-১৯৮৩	১৭৬.০০	মূল দলিল প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন শাখায় রক্ষিত আছে।
০৫	৩৪৪/সি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা।	১.০০ বিঘা	২৭-০৬-১৯৮৪	১২০.০০	-ঐ-
০৬	২৩০, তেজগাঁও গুদাম, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।	৩.০০ বিঘা	০১-০৩-১৯৮০	১০৬.০০	-ঐ-
০৭	নিউদাপা গুদাম, ইদ্রাকপুর ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।	১.৮৫ বিঘা	১৭-০১-১৯৮৪	১৬০.০০	-ঐ-
০৮	উত্তরা হাউজিং কমপ্লেক্স, প্লট নং-৮, রোড নং-৮, সেক্টর-৮, উত্তরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা।	৮.১৮ বিঘা	০৭-০৩-১৯৮৩	২০৫.০০	-ঐ-
০৯	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর।	২.৮২ বিঘা	৩০-০৪-২০১৩	২৬৫.২১	-ঐ-
১০	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, শেরপুর, মৌলভীবাজার।	৪.৫৫ বিঘা	১৪-০৮-২০১৪	৩৭.৩২	-ঐ-
	মোট জমির পরিমাণ ও টাকাঃ	৫০.১২ বিঘা		২০৯৪.৫৩	

৮.২ টিসিবির ভবন সমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ভাড়া আদায়ের বার্ষিক বিবরণীঃ

০১	টিসিবি প্রধান কার্যালয়, ১২ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।	ভবনের নিচ তলা হতে ১২ম তলা পর্যন্ত বিভিন্ন ফ্লোরে ২৯ টি ভাড়াটে প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান।	ভাড়া বকেয়া নেই।
০২	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ৪ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, বন্দরটিলা, চট্রগ্রাম।	ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার আংশিক ২টি ভাড়াটে প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া দেয়া।	ভাড়া বকেয়া নেই।
০৩	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ২ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন ২১-২২ কেডিএ বা/এ, খুলনা।	ভবনের নিচ তলা ও দ্বিতীয় তলার আংশিক ৩টি ভাড়াটে প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া দেয়া।	ভাড়া বকেয়া নেই।
০৪	টিসিবি ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়, ৪ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, ৫/এ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।	ভবনের নিচ তলা ০১টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া দেয়া এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তলা খালি রয়েছে।	নিচতলার ভাড়াটে প্রতিষ্ঠানের সাথে মামলা থাকায় প্রতিষ্ঠানটি ভাড়া প্রদানে বিরত রয়েছে।

বাণিজ্যিক বিভাগ

৯। আমদানি শাখাঃ

মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালুর প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক সংস্থা টিসিবি'র আমদানি কার্যক্রম হ্রাস পেয়েছে। তবে দেশের প্রয়োজনে বিশেষ করে আপদকালীন সময়ে টিসিবি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানির কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। অতীতে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রী ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানির মাধ্যমে সংস্থাটি শুধু বাজার মূল্যই নিয়ন্ত্রণ করেনি বরং প্রয়োজনের সময় অত্যাবশ্যকীয় পণ্য/জিনিসপত্র ন্যায্য মূল্যে সরবরাহের মাধ্যমে ক্রেতাসাধারণের দুর্দশা লাঘব এবং ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করেছে। বর্তমানে ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে টিসিবি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী সীমিত পরিমাণে আমদানি করছে।

আমদানি কার্যক্রমে টিসিবি পিপিএ/পিপিআর এর বিধানাবলী অনুসরণ করে থাকে। সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যাস্ত ক্ষমতাবলে এবং প্রয়োজনবোধে ক্ষেত্র বিশেষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে টিসিবি'র আমদানি সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। দীর্ঘ দিন যাবত টিসিবি একটি আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে। ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্বায়নের নতুন পটভূমিতে বাংলাদেশ সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রবর্তন করেছে। সে অনুযায়ী আমদানি নীতি প্রণীত হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে টিসিবি'র কর্মপরিধি ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়েছে। ১৯৯৫ সাল হতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর সরকার কর্তৃক উদার বাণিজ্য নীতি চালুর প্রেক্ষিতে টিসিবি'র বাণিজ্যিক কার্যক্রম হ্রাস পেতে শুরু করে। তবে ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে টিসিবি প্রয়োজনীয় আমদানি কার্যক্রম চালু রেখেছে।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংস্থার আমদানি কার্যক্রম হ্রাস পেলেও দেশের কোন অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ঘাটতি পরিলক্ষিত হলেই টিসিবি সরকারি নির্দেশে জরুরি আমদানির মাধ্যমে বাজারে তার পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করে বাজার মূল্য স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনতে প্রভাবক (catalyst) হিসাবে কাজ করে এবং জনগণের দুর্দশা লাঘবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

সরকারের বেসরকারীকরণ নীতি এবং বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দেশব্যাপী গড়ে তোলা নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে সমভাবে বিতরণ নিশ্চিতপূর্বক বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে টিসিবি'র কতিপয় পণ্য যেমন লবণ, চিনি, আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, গর্জন কাঠ, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি আমদানি কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

৯.১ বিগত ৫(পাঁচ) বছরে টিসিবি'র আমদানির বিবরণঃ

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	পণ্যের নাম	উৎস	পরিমাণ (মেঃ টন/লিঃ	সিএন্ড এফ মূল্য(কোটি টাকায়)
১.	২০১৪-২০১৫	চিনি	স্থানীয়	১,০০০.০০০	৩.৭০০
		খেঁজুর		৯.৫০০	০.০৯৯৭
		ছোলা	আন্তর্জাতিক	১,৫২৮.২৫০	৭.৪৫২
			মোট=	২,৫৩৭.৭৫০	১১.২৫
২.	২০১৫-২০১৬	পেঁয়াজ	স্থানীয়	১১১.৫৫০	০.৬৩২
		চিনি		৩,৫০০.০০০	১৫.১৫
		মশুর ডাল	আন্তর্জাতিক	১৯০৫.৭৫০	১৬.৪৮
		ছোলা		১,৪২৬.০০০	৯.৫৪৭
		সয়াবিন তেল	স্থানীয়	৫২৫.০০০	৪.৭৯
		খেজুর		৯.৫০০	০.০৯৪৯
			মোট	৭৪৭৭.৮০	৪৬.৬৯৩৯
৩.	২০১৬-২০১৭	চিনি	স্থানীয়	২,০০০.০০০	৭.৮০
		মশুর ডাল	আন্তর্জাতিক	২,০০১.০০০	১৫.০৭
		ছোলা		১,৯৩২.০০০	১২.১৫
		ভোজ্য তেল	স্থানীয়	১,৫০০.০০০	১৩.০০
		খেজুর		১৩.০০০	০.১৫
			মোট	৭,৪৪৬.০০০	৪৮.১৭

৪.	২০১৭-২০১৮	চিনি	স্থানীয়	২,০০০.০০	১০.০০৩
		সয়াবিন তেল	স্থানীয়	১,৫০০.০০	৯.৯৮৯
		মশুর ডাল	আন্তর্জাতিক	১,৫০০.০০	৮.৪৫১
		ছোলা		১,৯৫৫.০০	১২.১৩৭
		খেজুর	স্থানীয়	১০০.০০	১.১৬৭
			মোট	৭,০৫৫.০০	৪১.৭৪৭
৫.	২০১৮-২০১৯	চিনি	স্থানীয়	২,৫০০.০০০	১২.১১
		সয়াবিন তেল		২,০০০.০০০	৩,৭৪
		খেজুর		১০০.০০০	১.৩২
		মশুর ডাল		১,৫৩৭.০০০	৭.৮২
		ছোলা	আর্ন্তজাতিক	১,৪৪৯.০০০	মাঃডঃ ১০,৭৯,৫০৫ (টাকা ৯.০৯)
				৭,৫৮৬.০০০	৩৩.৫৭

১০। রপ্তানি শাখাঃ

১৯৭৩-৯২ সময়ে টিসিবি বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারকল্পে বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংগে বেশ কিছু এসটিএ/সিটিএ স্বাক্ষর করে এবং এ প্রক্রিয়ার অধীন রপ্তানির বিপরীতে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোষাক রপ্তানির ক্ষেত্রে টিসিবি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে তৈরী পোষাক দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যে পরিণত হয়েছে। টিসিবি'র নিজস্ব কোন রপ্তানিযোগ্য পণ্য না থাকায় পর্যায়ক্রমে সংস্থার রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তবুও নানা প্রতিবন্ধকতা সত্বেও সংস্থার রপ্তানির উদ্যোগ অব্যাহত আছে।

টিসিবি রপ্তানি কার্যক্রম মূলতঃ নিম্নলিখিত নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়ঃ

(ক) বাংলাদেশে তৈরী জিনিসপত্র ও উৎপাদিত পণ্যের নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করা ও অপ্রচলিত পণ্যের জন্য বাজার অনুসন্ধান;
(খ) প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনের মাধ্যমে সঠিক গুণগতমান সম্পন্ন পণ্যের রপ্তানি নিশ্চিত করা;
(গ) নির্ধারিত জাহাজীকরণ সময়সূচী অনুযায়ী পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

১১। বাজার দর অনুসন্ধান ও গবেষণা সেলঃ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাজার তথ্য অধিদপ্তর [Directorate General of Prices and Market Intelligence (DGPMI)] বিলুপ্ত করে উক্ত অধিদপ্তরের মূল্য ও বাজার তথ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৫(১৫)/৮৯-প্রঃ ৩/৪৪৮ তারিখ ২৪-১২-৮৯ ইং মোতাবেক ১ জানুয়ারি ১৯৯০ হতে টিসিবি'র উপর অর্পণ করা হয়। উক্ত নির্দেশের আলোকে টিসিবি তার দায়িত্ব পালন করে। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের খুচরা মূল্য সংগ্রহ করে নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় এবং প্রতিদিন উক্ত প্রতিবেদন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে মনিটরিং কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে টিসিবিতে 'বাজার তথ্য অনুসন্ধান ও গবেষণা সেল' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সেলের মাধ্যমে প্রতিদিন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য পরিস্থিতির উপর একটি মূল্যতালিকা প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়। টিসিবি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনকারী, আমদানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা, উৎপাদন, ঘাটতি, আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি আমদানির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট করণীয় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

১১.১ ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)

রবিবার ৩০ জুন ২০১৯খ্রিঃ, ১৬ আষাঢ় ১৪২৬ বাংলা, ২৬ শাওয়াল ১৪৪০ হিজরী।

পণ্যের নাম	মাপের একক	অদ্যকার মূল্য ৩০-০৬-২০১৮		১ সপ্তাহের পূর্বের মূল্য ২৩-০৬-২০১৮		১ মাস পূর্বের মূল্য ৩০-০৫-২০১৮		মাসিক মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধি (%)	১ বছর পূর্বের মূল্য ৩০-০৬-২০১৭		বাৎসরিক মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধি (%)
চাল		হতে	পর্যন্ত	হতে	পর্যন্ত	হতে	পর্যন্ত	+)/(-)	হতে	পর্যন্ত	(+)/(-)
সরু	প্রতি কেজি	৪৮.০০	৫৬.০০	৪৮.০০	৫৬.০০	৪৮.০০	৫৬.০০	(+).০০	৬০.০০	৬৮.০০	(-)১৮.৭৫
নাজির/মিনিকেট(সাধাঃমানের)	প্রতি কেজি	৪৮.০০	৫২.০০	৪৮.০০	৫২.০০	৪৮.০০	৫২.০০	(+).০০	৬০.০০	৬২.০০	(-)১৮.০৩
নাজির/মিনিকেট(উত্তম মানের)	প্রতি কেজি	৫২.০০	৫৬.০০	৫২.০০	৫৬.০০	৫২.০০	৫৬.০০	(+).০০	৬৫.০০	৬৮.০০	(-)১৮.৮০
চাল(মাঝারী)	প্রতি কেজি	৪৪.০০	৫০.০০	৪৪.০০	৫০.০০	৪৪.০০	৫০.০০	(+).০০	৫০.০০	৫৫.০০	(-)১০.৪৮
পাইজাম/লতা(সাধারণ মানের)	প্রতি কেজি	৪৪.০০	৪৬.০০	৪৪.০০	৪৬.০০	৪৪.০০	৪৬.০০	(+).০০	৫০.০০	৫২.০০	(-)১১.৭৬
পাইজাম/লতা(উত্তম মানের)	প্রতি কেজি	৪৮.০০	৫০.০০	৪৮.০০	৫০.০০	৪৮.০০	৫০.০০	(+).০০	৫২.০০	৫৫.০০	(-)৮.৪১
চাল(মোটা/স্বর্ণা/চায়না/ইরি)	প্রতি কেজি	৩৪.০০	৩৮.০০	৩৪.০০	৩৮.০০	৩৪.০০	৩৮.০০	(+).০০	৪০.০০	৪৪.০০	(-)১৪.২৯
আটা/ময়দা											
আটা	প্রতি কেজি	২৭.০০	৩৬.০০	২৭.০০	৩৬.০০	২৭.০০	৩৬.০০	(+).০০	২৬.০০	৩৫.০০	(+)৩.২৮
আটা সাদা(খোলা)	প্রতি কেজি	২৭.০০	৩০.০০	২৭.০০	৩০.০০	২৭.০০	৩০.০০	(+).০০	২৬.০০	২৮.০০	(+)৫.৫৬
আটা(প্যাকেট)	প্রতি কেজি	৩৪.০০	৩৬.০০	৩২.০০	৩৬.০০	৩৪.০০	৩৬.০০	(+).০০	৩২.০০	৩৫.০০	(+)৪.৪৮
ময়দা	প্রতি কেজি	৩৪.০০	৪৮.০০	৩৫.০০	৪৮.০০	৩৪.০০	৪৮.০০	(+)১.২২	৩৪.০০	৪৬.০০	(+)২.৫০
ময়দা (খোলা)	প্রতি কেজি	৩৪.০০	৩৮.০০	৩৫.০০	৩৮.০০	৩৪.০০	৩৮.০০	(+).০০	৩৪.০০	৩৮.০০	(+).০০
ময়দা (প্যাকেট)	প্রতি কেজি	৪৫.০০	৪৮.০০	৪৫.০০	৪৮.০০	৪৫.০০	৪৮.০০	(+).০০	৪৪.০০	৪৬.০০	(+)৩.৩৩
ভোজ্য তেল											
সয়াবিন তেল(লুজ)	প্রঃ লিটাঃ	৭৭.০০	৮২.০০	৭৭.০০	৮২.০০	৭৭.০০	৮২.০০	(+).০০	৮৫.০০	৮৮.০০	(-)৮.০৯
সয়াবিন তেল(বোতল)	৫ লিটার	৪৫০.০০	৫০০.০০	৪৫০.০০	৫০০.০০	৪৫০.০০	৫০০.০০	(+).০০	৪৮০.০০	৫২০.০০	(-)৫.০০
সয়াবিন তেল(বোতল)	১ লিটার	১০০.০০	১০৬.০০	১০০.০০	১০৬.০০	৯৫.০০	১০৬.০০	(+)২.৪৯	১০৪.০০	১০৮.০০	(-)২.৮৩
পাম অয়েল (লুজ)	প্রঃলিটার	৬০.০০	৬৫.০০	৬০.০০	৬৫.০০	৬০.০০	৬৫.০০	(+).০০	৭০.০০	৭২.০০	(-)১১.৯৭
পাম অয়েল (সুপার)	প্রঃলিটার	৬৬.০০	৭০.০০	৬৬.০০	৭০.০০	৬৬.০০	৭০.০০	(+).০০	৭৩.০০	৭৫.০০	(-)৮.১১
ডাল											
মশুর ডাল	প্রতি কেজি	৫৫.০০	১৩০.০০	৫৫.০০	১২০.০০	৫৫.০০	১২০.০০	(+)৫.৭১	৫৫.০০	১১০.০০	(+)১২.১২
ডাল(তুরস্ক/কানাডা/বড় দানা)	প্রতি কেজি	৫৫.০০	৬০.০০	৫৫.০০	৬০.০০	৫৫.০০	৬০.০০	(+).০০	৫৫.০০	৬৫.০০	(-)৪.১৭
ডাল(তুরস্ক/কানাডা/ মাঝারী দানা)	প্রতি কেজি	৬০.০০	৭০.০০	৬০.০০	৭০.০০	৬০.০০	৭০.০০	(+).০০	৭০.০০	৮০.০০	(-)১৩.৩৩
ডাল (দেশী)	প্রতি কেজি	১০০.০০	১১০.০০	১০০.০০	১০৫.০০	১০০.০০	১০৫.০০	(+)২.৪৪	৯০.০০	১০০.০০	(+)১০.৫৩
ডাল(নেপালী)	প্রতি কেজি	১২০.০০	১৩০.০০	১১০.০০	১২০.০০	১১০.০০	১২০.০০	(+)৮.৭০	১০০.০০	১১০.০০	(+)১৯.০৫
মুগ ডাল(মানভেদে)	প্রতি কেজি	৮০.০০	১৩০.০০	৮০.০০	১৩০.০০	৮০.০০	১৩০.০০	(+).০০	৯০.০০	১৫০.০০	(-)১২.৫০
এ্যাংকর ডাল	প্রতি কেজি	৪০.০০	৫০.০০	৪০.০০	৫০.০০	৪০.০০	৫০.০০	(+).০০	৪০.০০	৫৫.০০	(-)৫.২৬
ছোলা	প্রতি কেজি	৭০.০০	৮৫.০০	৭০.০০	৮৫.০০	৭৫.০০	৮৫.০০	(-)৩.১৩	৬০.০০	৮০.০০	(+)১০.৭১
আলু	প্রতি কেজি	২০.০০	২৫.০০	১৮.০০	২০.০০	১৫.০০	২০.০০	(+)২৮.৫৭	২৫.০০	৩০.০০	(-)১৮.১৮
মসলা											
পিঁয়াজ	প্রতি কেজি	২৫.০০	৩৫.০০	২৫.০০	৩৫.০০	২৫.০০	৩০.০০	(+)৯.০৯	৩০.০০	৫০.০০	(-)২৫.০০
পিঁয়াজ (আমদানি)	প্রতি কেজি	২৮.০০	৩৫.০০	৩০.০০	৩৫.০০	২৫.০০	৩০.০০	(+)১৪.৫৫	৩০.০০	৩৫.০০	(-)৩.০৮
পিঁয়াজ(দেশী)	প্রতি কেজি	২৫.০০	৩০.০০	২৫.০০	৩০.০০	২৫.০০	৩০.০০	(+).০০	৪০.০০	৫০.০০	(-)৩৮.৮৯
রসুন	প্রতি কেজি	১০০.০০	১৪০.০০	১০০.০০	১৫০.০০	৭০.০০	১৩০.০০	(+)২০.০০	৫০.০০	৯০.০০	(+)৭১.৪৩
রসুন(দেশী)মানভেদে	প্রতি কেজি	১০০.০০	১২০.০০	১০০.০০	১২০.০০	৭০.০০	৮০.০০	(+)৪৬.৬৭	৫০.০০	৭০.০০	(+)৮৩.৩৩
রসুন(আমদানি) মানভেদে	প্রতি কেজি	১৩০.০০	১৪০.০০	১৩০.০০	১৫০.০০	১১০.০০	১৩০.০০	(+)১২.৫০	৭০.০০	৯০.০০	(+)৬৮.৭৫
শুকনা মরিচ	প্রতি কেজি	১৮০.০০	২২০.০০	১৮০.০০	২২০.০০	১৮০.০০	২২০.০০	(+).০০	১৭০.০০	২০০.০০	(+)৮.১১
হলুদ	প্রতি কেজি	১৮০.০০	২২০.০০	১৮০.০০	২২০.০০	১৮০.০০	২২০.০০	(+).০০	১৭০.০০	২০০.০০	(+)৮.১১
আদা(মানভেদে)	প্রতি কেজি	১৩০.০০	১৮০.০০	১৩০.০০	১৮০.০০	১১০.০০	১৪০.০০	(+)২৪.০০	৭০.০০	১২০.০০	(+)৬৩.১৬
জিরা	প্রতি কেজি	৩৫০.০০	৪৫০.০০	৩৫০.০০	৪৫০.০০	৩৫০.০০	৪৫০.০০	(+).০০	৩৮০.০০	৪৫০.০০	(-)৩.৬১
দারুচিনি	প্রতি কেজি	৩০০.০০	৩৫০.০০	৩০০.০০	৩৫০.০০	৩০০.০০	৩৫০.০০	(+).০০	৩০০.০০	৩৫০.০০	(+).০০
লবঙ্গ	প্রতি কেজি	১৩০০.০০	১৭০০.০০	১৩০০.০০	১৭০০.০০	১২০০.০০	১৬০০.০০	(+)৭.১৪	১২০০.০০	১৫০০.০০	(+)১১.১১
এলাচ	প্রতি কেজি	২৪০০.০০	২৮০০.০০	২৪০০.০০	২৮০০.০০	২২০০.০০	২৬০০.০০	(+)৮.৩৩	১৫০০.০০	২০০০.০০	(+)৪৮.৫৭
ধনে	প্রতি কেজি	১২০.০০	১৫০.০০	১২০.০০	১৫০.০০	১২০.০০	১৫০.০০	(+).০০	১৩০.০০	১৬০.০০	(-)৬.৯০
তেজপাতা	প্রতি কেজি	৮০.০০	১৫০.০০	১৩০.০০	১৮০.০০	১৩০.০০	১৮০.০০	(-)২৫.৮১	১৪০.০০	১৬০.০০	(-)২৩.৩৩
মাছ ও গোস্ত											
রুই	প্রতি কেজি	২৪০.০০	৩৫০.০০	২৫০.০০	৩৫০.০০	২৫০.০০	৩৫০.০০	(-)১.৬৭	২২০.০০	৩০০.০০	(+)১৮.০০
ইলিশ	প্রতি কেজি	৬০০.০০	১৫০০.০০	৬০০.০০	১৫০০.০০	৬০০.০০	১৫০০.০০	(+).০০	৬০০.০০	১৪০০.০০	(+)৫.০০
গরু	প্রতি কেজি	৫৩০.০০	৫৫০.০০	৫৪০.০০	৬০০.০০	৫২৫.০০	৫৫০.০০	(+).৪৭	৪৬০.০০	৪৮০.০০	(+)১৪.৮৯
খাসী	প্রতি কেজি	৭৫০.০০	৮০০.০০	৭৫০.০০	৮০০.০০	৭০০.০০	৮০০.০০	(+)৩.৩৩	৭০০.০০	৮০০.০০	(+)৩.৩৩
মুরগী(ব্রয়লার)	প্রতি কেজি	১২৫.০০	১৩৫.০০	১২৫.০০	১৩৫.০০	১৪০.০০	১৫৫.০০	(-)১১.৮৬	১৫০.০০	১৬০.০০	(-)১৬.১৩
মুরগী(দেশী)	প্রতি কেজি	৫৫০.০০	৬০০.০০	৫৫০.০০	৬০০.০০	৪৫০.০০	৫০০.০০	(+)২১.০৫	৪০০.০০	৪৫০.০০	(+)৩৫.২৯
গুড়াদুধ(প্যাকেটজাত											
ডানো	১ কেজি	৫৭০.০০	৫৯০.০০	৫৭০.০০	৫৯০.০০	৫৭০.০০	৫৯০.০০	(+).০০	৫৫০.০০	৫৭০.০০	(+)৩.৫৭
ডিপ্লোমা(নিউজিল্যান্ড)	১ কেজি	৫৬০.০০	৫৭০.০০	৫৬০.০০	৫৭০.০০	৫৫০.০০	৫৭০.০০	(+).৮৯	৫৪০.০০	৫৬০.০০	(+)২.৭৩

ফ্রেশ	১ কেজি	৪৩০.০০	৪৫০.০০	৪৩০.০০	৪৫০.০০	৪৩০.০০	৪৫০.০০	(+).০০	৪২০.০০	৪৪০.০০	(+)২.৩৩
মার্কস	১ কেজি	৪৩০.০০	৪৬০.০০	৪৩০.০০	৪৬০.০০	৪৩০.০০	৪৬০.০০	(+).০০	৪২০.০০	৪৫০.০০	(+)২.৩০
বিবিধ											
চিনি	প্রতি কেজি	৫২.০০	৫৬.০০	৫২.০০	৫৬.০০	৫২.০০	৫৫.০০	(+).৯৩	৫৫.০০	৬০.০০	(+)৬.০৯
খেজুর(সাধারণ মানের)	প্রতি কেজি	১৫০.০০	৩০০.০০	১৫০.০০	৩০০.০০	১৫০.০০	৩০০.০০	(+).০০	১২০.০০	৩০০.০০	(+)৭.১৪
লবণ(প্যাঃ) আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে)	প্রতি কেজি	২৫.০০	৩৫.০০	২৫.০০	৩৫.০০	২০.০০	৩৮.০০	(+)৩.৪৫	২৫.০০	৩৮.০০	(+)৪.৪৬
ডিম(ফার্ম)	প্রতি হালি	৩৫.০০	৩৮.০০	৩৪.০০	৩৬.০০	৩০.০০	৩২.০০	(+)১৭.৭৪	২৫.০০	৩০.০০	(+)৩২.৭৩
লেখার কাগজ(সাদা)	প্রতি দিস্তা	২০.০০	২৫.০০	২০.০০	২৫.০০	২০.০০	২৫.০০	(+).০০	২০.০০	২৩.০০	(+)৪.৬৫
এমএস রড(৬০ গ্রেড)	প্রতি মেঃটন	৬২,০০০.০০	৬৭,০০০.০০	৬২,০০০.০০	৬৭,০০০.০০	৬২,০০০.০০	৬৭,০০০.০০	(+).০০	৬৬,০০০.০০	৬৮,০০০.০০	(+)৩.৭৩
এম এস রড(৪০ গ্রেড)	প্রতি মেঃটন	৫৬,০০০.০০	৫৮,০০.০০	৫৬,০০০.০০	৫৮,০০.০০	৫৫,০০০.০০	৫৮,০০০.০০	(+).৮৮	৫৭,০০০.০০	৫৯,০০.০০	(+)১.৭২

* তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য।

যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ শাহজাহানপুর, মালিবাগ, কাওরান বাজার, ঠাটারী বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যামবাজার, মৌলভী বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, মোঃপুর কৃষি মার্কেট, টাউন হল মার্কেট, শান্তিনগর, রামপুরা বাজার, ফকিরাপুল বাজার, মিরপুর-১ ও ৬নং বাজার।

মন্তব্যঃ
(১) ডিম (ফার্ম) ও আলু (মানভেদে) এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
(২) রশুন (আমদানি) এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
(৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে।

যে সকল পণ্যের মূল্য সম্প্রতি হ্রাস/বৃদ্ধি পেয়েছে।

পণ্যের নাম	মাপের একক	বর্তমান মূল্য		এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য		
(১) ডিম (ফার্ম)	প্রতি হালি	৩৫.০০	৩৮.০০	৩৪.০০	৩৬.০০	(১) ২৯-০৬-২০১৯ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
(২)আলু (মানভেদে)	প্রতি কেজি	২০.০০	২৫.০০	১৮.০০	২০.০০	(২) ৩০-০৬-২০১৯ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
(৩) রশুন (আমদানি) মানভেদে	প্রতি কেজি	১৩০.০০	১৪০.০০	১৩০.০০	১৫০.০০	(৩) ৩০-০৬-১৯ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিএমএস ও এস এন্ড ডি বিভাগ

১২. খালাস, পরিবহণ ও গুদামজাতকরণ শাখাঃ

জাহাজ বা অন্যান্য মাধ্যমে আমদানিকৃত টিসিবি'র সকল পণ্য বন্দরে পৌঁছামাত্র তা খালাসের জন্য এ শাখার কাজ শুরু হয়। এ সকল কাজের মধ্যে রয়েছে বন্দর হতে পণ্যাদি খালাস করা, দেশের বিভিন্ন গন্তব্য স্থানে তা পরিবহণ, গুদামে সংরক্ষণ এবং নিয়ম অনুযায়ী সরবরাহ করা।

অত্র শাখার কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য পূর্ব হতেই জাহাজে আগত পণ্য খালাসের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। চট্টগ্রাম/মংলা বন্দরে জাহাজ হতে পণ্যাদি খালাস, পরিবহণ ও গুদামজাত করণের জন্য অত্র সংস্থাকে কতিপয় এজেন্ট/ ঠিকাদার নিয়োগ করতে হয়। যেমনঃ সিএন্ডএফ এজেন্ট, পিএলআই এজেন্ট/ বীমা সার্ভেয়ার, শিপিং এজেন্ট, পরিবহন ঠিকাদার (চট্টগ্রাম ব্যতিত সারা দেশব্যাপী) পরিবহণ ঠিকাদার (চট্টগ্রাম হতে সারা দেশব্যাপী) এবং আঞ্চলিক কার্যালয় ভিত্তিক হ্যান্ডলিং ও পরিবহণ ঠিকাদার।

১২.১ বিক্রয় ও বিতরণ শাখাঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে টিসিবি'র বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে মোট ২,৯৬০.১৮৬ মেঃ টন চিনি, ১,৬৬৬.০২৪ মেঃ টন মশুর ডাল, ২,১৯৭.১৪৭ মেঃ টন সয়াবিন তেল ১০০.০০০ মেঃ টন খেঁজুর ও ২,৫৯০.৭৫০ মেঃ টন ছোলা ডিলারদের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয়। টিসিবি'র ডিলার নিয়োগের আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদনের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে যাচাইয়ান্তে ডিলার নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে টিসিবিতে ডিলার সংখ্যা ২,৮৪৯ জন। মজুদ সাপেক্ষ প্রত্যেক নিয়োজিত ডিলারদের অনুকূলে ৫০০-১,৫০০ কেজি চিনি, ৩০০-১,৫০০ কেজি মশুর ডাল ও ৫০০-১,৫০০ লিটার সয়াবিন তেল, পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ছোলা ৩০০-১,৫০০ কেজি এবং খেজুর ৩০-৫০ কেজি বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়াও পবিত্র রমজান ও ঈদ-উল-আযহা ও দূর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ডিলারদেরকে বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং ভ্রাম্যমান ট্রাকের মাধ্যমে সারাদেশে সাশ্রয়ী মূল্যে উল্লিখিত পণ্যাদি বিক্রয় করা হয়। উক্ত বরাদ্দকৃত পণ্যসমূহ ডিলারগণ সরকার নির্ধারিত ভোক্তা মূল্যে জনসাধারণের মাঝে বিক্রয় করে থাকেন।

১২.২ নিয়োগকৃত বিভিন্ন এজেন্ট/ ঠিকাদারের ধরণ নিম্নরূপঃ

(ক) সিএন্ড এফ এজেন্ট;
(খ) পিএলআই এজেন্ট/ বীমা সার্ভেয়ার;
(গ) শিপিং এজেন্ট;
(ঘ) পরিবহন ঠিকাদার (চট্টগ্রাম ব্যতিত সারা দেশব্যাপী);
(ঙ) পরিবহন ঠিকাদার (চট্টগ্রাম হতে সারা দেশব্যাপী); এবং
(চ) আঞ্চলিক কার্যালয় ভিত্তিক হ্যান্ডলিং ও পরিবহণ ঠিকাদার।

১২.৩ ৩০ জুন'২০১৮ তারিখে গুদামে মজুদকৃত মালামালের বিবরণ (মেঃ টন):

(ক)	চিনি	৮৫৯.৫৮০
(খ)	মশুর ডাল (অস্ট্রেলিয়া উৎসের)	১২২.২২৯
(গ)	সয়াবিন তেল	৫১২.৩৬১

১২.৪ গুদাম সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের আয়তন ৭৫,৪০০ বর্গফুট ও ধারণ ক্ষমতা ১৫,০৮০ মেঃটন এবং ভাড়াকৃত ভাড়াকৃত গুদামের আয়তন ৫১.০৯০ বর্গফুট, ধারণ ক্ষমতা ১০,২১৮ মেঃ টন সর্বমোট ধারণ ক্ষমতা ২৫,২৯৮ মেঃটন এবং ভাড়াকৃত গুদামের মাসিক ভাড়া ৩,৬৪,১৩৪.৫০ টাকা।

১২.৫ টিসিবি'র ৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিবরণ নিম্নরূপঃ

(ক) টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয় ঢাকা;
(খ) টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম;
(গ) টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা;
(ঘ) টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী;
(ঙ) টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল;
(চ) টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর
(ছ) টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, মৌলভীবাজার এবং
(জ) টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ।

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

১৩. দেশের আমদানি ও রপ্তানি নীতির আলোকে সরকারি নির্দেশে টিসিবি আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। ১৯৭২-৭৩ইং সাল হতে ২০১৮-২০১৯ সাল পর্যন্ত টিসিবি'র দীর্ঘ সময়ের অর্থনৈতিক প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, টিসিবি বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণে ক্রয় মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে অর্থাৎ ভতুকি মূল্যে জনসাধারণের নিকট অত্যাবশ্যকীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় করেছে। উক্ত সময়ের মধ্যে টিসিবি কর্পোরেট ট্যাক্স বাবদ প্রায় ৮৭.৮২ কোটি টাকা এবং লভ্যাংশ হিসেবে ১২.১৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার স্বার্থে সরকার কর্তৃক ঘোষিত টিসিবিকে শক্তিশালীকরণ ও সহায়তা প্রদান কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জন্য ট্রেড গ্যাপ পূরণের লক্ষ্যে সর্বমোট ১৪,৭৪,১৫,৯৭২.৭৬ (চৌদ্দ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ পনের হাজার নয়শত বাহাত্তর দশমিক সাত ছয়) টাকা মাত্র ভর্তুকি চাওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১০-১১ অর্থ বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত সরকার কর্তৃক টিসিবিকে সর্বমোট ৩৯৩,১৩,৯৭,৯৫৩.৮৪ (তিনশত তিরানব্বই কোটি তেরো লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়শত তিপ্পান্ন দশমিক আট চার) টাকা মাত্র ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে।

১৩.১ ব্যালেন্স সীট (৩০ জুন,২০১৯)

TRADING CORPORATION OF BANGLADESH (TCB)
TCB Bhaban, Kawran Bazar, Dhaka.
Balance Sheet
AS ON 30TH JUNE, 2019

PARTICULARS	AMOUNT IN TAKA 2018-2019	AMOUNT IN TAKA 2017-2018
EMPLOYMENT OF FINANCE		
A. Fixed Assets (at cost)	71,71,07,892	694,701,762
Less: Accumulated Depreciation	-41,19,88,483	-389,012,117
	30,51,19,409	**305,689,645**
Add: Capital Work in Progress	-	-
	30,51,19,409	**305,689,645**
B. Current Assets		
Loan and advances to employees	30,89,047	4,396,110
Temporary advance	6,84,889	439,669
Claims Receivable	3,06,00,181	30,600,181
Accounts Receivable	9,65,60,817	96,697,497
Stock in Trade	9,31,16,111	227,717,591
Deposits and Advances	7,51,850	751,850
Advance Income Tax	13,36,36,233	147,793,514
Advance Rent	6,19,490	647,990
Cash and Bank Balances	1,97,64,67,352	2,069,125,141
	2,34,45,25,970	**2,578,169,543**
C. Less:Current Liabilities		
Deposits and advances payable	20,75,54,853	193,917,500
Accounts Payable	84,00,088	31,403,419
Staff Provident Fund	1,704	1,704
L. T. R. with Bank	20,27,79,565	505,186,477
	41,87,36,210	**730,509,100**
D. Net Current Assets (B-C)	**1,92,57,89,760**	**1,847,660,444**
E. Net Assets (A+D)	**2,23,09,09,169**	**2,153,350,089**
SOURCE OF FINANCE		
Capital and Reserves:		
Authorised Capital	10,000,000,000	10,000,000,000
EQUITY:	5,00,00,000	50,000,000
F. Capital Fund	27,55,73,467	275,573,467
G. Specific Reserve	15,49,04,981	154,904,981
H. General Reserve	1,65,20,98,195	1,574,539,114
I. Retained earnings	**0**	
Provision for Tax		**0**
J. **Total Equity**	**2,13,25,76,643**	**2,055,017,562**
k. Accounts with Government	9,83,32,527	98,332,527
L. EQUITY AND GOVERNMENT SUPPORT	**2,23,09,09,170**	**2,153,350,089**

১৩.২ লাভ ক্ষতি হিসাব (৩০ জনু,২০১৯)

TRADING CORPORATION OF BANGLADESH (TCB)

TCB Bhaban, Kawran Bazaar ,Dhaka.

Trading, Profit and Loss Accounts
For the year ended 30th June, 2019

PARTICULARS	AMOUNT 2018-2019	AMOUNT IN TAKA 2017-2018
Turnover		
Sale of imported merchandise	51,83,16,576	25,86,16,384
Less: Cost of purchase goods	63,66,11,717	38,73,20,233
A. Gross Loss on import sales(Note-G)	-11,82,95,141	-12,87,03,849
B. Add. Profit on export		-
C. **Gross Operational Profit (A+B)**	-11,82,95,141	-12,87,03,849
D. Less Management Expenses		
Employee Cost	9,86,46,602	14,88,90,323
Administrative Expenses	13,24,53,299	9,00,04,522
Operational Expenses	65,62,657	91,25,719
	23,76,62,558	**24,80,20,564**
E.E.**Net Operational Profit/Loss(C-D)**	**-35,59,57,699**	**-37,67,24,413**
F. F.Add: Other income and gains	322006323	29,65,24,700
G. G.**Profit/Loss befor taxation(E+F)**	**-3,39,51,376**	**-8,01,99,714**
H.H.Less: provision for Taxation		-
I.I.**Profit/Loss after Taxation(G+H)**	**-3,39,51,376**	-8,01,99,714
J.J.Add Subsidy	11,15,11,166	5,99,11,018
K.K.Balance brought forward from previous year	1,57,45,39,114	1,59,48,71,226
L.L.Adjustment of previous year Income Tax.	-	-
Total(J+K+L)	1,68,60,50,280	1,65,47,82,244
M. Adjustment of Income tax provided for previous year	-	-
	1,68,60,50,280	1,65,47,82,244
N. Adjustment for prior year A/C	**-710**	-43,416
O.Sub-Total	1,68,60,49,570	1,65,47,38,828
P.Total(I+O)	1,65,20,98,195	**1,57,45,39,114**
Q. Less: Contribution to National Exchequer	-	-
R.Total (P&Q)	1,65,20,98,195	**1,57,45,39,114**
S.Balance Carried Forward to Balance Sheet	1,65,20,98,195	**1,57,45,39,114**

The accompanying notes form an integral part of this Statement of Comprehensive Income.
As per our annexed report of even date.

১৩.৩ বিগত ৫(পাঁচ) বছরের আর্থিক অবস্থাঃ

TRADING CORPORATION OF BANGLADESH
PRINCIPAL OFFICE
DHAKA. Figure in Lakh Taka

LAST FIVE YEARS FINANCIAL POSITION

	Description	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
(a)	Sale of Import Merchandise	6052.32	5801.83	5021.82	2586.16	5183.17
(b)	Add. Export Commission	0	0	0	0	0
(c)	Income sales & Export Commission(a+b)	6052.32	5801.83	5021.82	2586.16	5183.17
(d)	Cost of Goods Purchase	8713.45	7408.73	5624.54	3873.20	6366.12
(e)	Gross Profit(c-d)	-2661.13	-1606.90	-602.72	-1287.04	-1182.95
(f)	Management Expenses	1736.47	1709.83	1912.28	2480.21	2376.63
(g)	Operating Profit(e-f)	-4397.60	-3316.73	-2515.00	-3767.25	-3559.58
(h)	Add. Other Income & Gain	1908.72	1959.38	2016.12	2965.25	3220.06
(I)	Pre-tax profit/loss (g+h)	-2488.88	-1357.35	-498.88	-802.00	-339.51
(j)	Less: Tax on profit	0	0	0	0	0
(k)	Profit after tax(i-j)	-2488.88	1357.35	-498.88	-802.00	-339.51
(L)	Add./Less: Previous year profit / loss	9776.79	14360.98	16443.55	16547.82	16860.50
(m)	Add./Less: Previous years adjustment	115.84	31.34	4.04	-0.43	-0.01
(n)	Profit after adjustment (k+l+m)	7403.75	13034.97	15948.71	15745.39	16520.98
(o)	Less: Contribution to national exchequer	0	0	0	0	0
(p)	Unadjusted profit / loss	7403.75	13034.97	15948.71	15745.39	16520.98
	Conclusion :Total income (a+b+h)	7961.04	7761.21	7037.94	5551.41	8403.23
	Total Expenditure (d+f)	10449.92	9118.56	7536.82	6353.41	8742.75
	Profit/loss after taxation	-2488.88	-1357.35	-498.88	-802.00	-339.51

১৩.৪ অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির তথ্য: (২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর)

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ কাওরান বাজার ঢাকা।	৪৫২ টি +১১টি	২৩২,৮৪.১৯ +৪১.৯৫	১১৫টি	৩৬টি	৮১০.৩৬	৪২৭টি	২২,৬১৬.৫৬
সর্বমোট =	৪৬৩টি	২৩৩,২৬.৯২	১১৫টি	৩৬টি	৮১০.৩৬	৪২৭টি	২২,৬১৬.৫৬

মন্তব্যঃ বর্তমানে ৪২৭টি অডিট আপত্তি অনিস্পন্ন আছে। এতে জড়িত টাকা ২২,৬১৬.৫৬ (কোটি টাকায়)।